কুষ্টিয়ায় বনফুডকে দুই লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় বনফুড কনফেকশনারি নামের এক প্রতিষ্ঠানকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত । অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পঁচা ও বাসি খাদ্য, ক্ষতিকর রং মেশানো এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখায় এ জরিমানা আদায় করা হয়।

সোমবার বিকালে শহরতলীর বাবর আলী গেট এলাকায় বনফুড কনফেকশনারিতে অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিফাত উদ্দীন।

তাকে সহায়তা করেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক কাজী রাকিবুল হাসান।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, অভিযানে বনফুড কনফেকশনারিতে গিয়ে দেখা যায়, তাদের উৎপাদিত পণ্যের কোনটিতেই ব্যাচ নম্বর, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ নেই। এছাড়াও ক্ষতিকর রং মেশানো, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণ উপাদান দিয়ে খাবার প্রস্তুতের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫৩, ৫২, ৪৮ ধারা সহ অন্যান্য ধারায় দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। একইসাথে মেয়াদবিহীন ঘি, ডালডা, মোরব্বা জনসম¥◌ুখে ধ্বংস করা হয়।

এসময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ও জেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর উপস্থিত ছিলেন ।

সম্প্রতি কুষ্টিয়া শহরের বাবর আলী গেট এলাকার বনফুড কনফেকশনারির বার্গার খেয়ে ২৫জন অসুস্থ হয়। তাদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাতপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় কুষ্টিয়া মডেল থানা পুলিশ বাদি হয়ে নিরাপদ খাদ্য আইনে একটি মামলা করে। সেই মামলায় বনফুড কনফেকশনারির মালিক জালাল আহমেদসহ আরও তিন কর্মচারীকে আটক করা হয়।

সরকারি গাড়ি নিয়ে যান নিজের ও শ্বশুর বাড়ি

সরকারি গাড়ির অপব্যবহার করা ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার না করতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে মন্ত্রণালয়ের। অথচ মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুল কাদের তার ব্যক্তিগত কাজেই বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করছেন সরকারি গাড়ি। এতে একদিকে যেমন জ্বালানি তেল বেশি যাচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে, তেমনি ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের।

অনুসন্ধান বলছে, চলতি বছরের ১২ মে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন আব্দুল কাদের । তার নিজ জেলা পাশের বিভাগ রাজশাহীর পাবনাতে হওয়ায় নিজ বাড়ি ও তার শ্বশুরবাড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ান এই কর্মকর্তা। তবে সুকৌশলী এই উপ-পরিচালক সরকারি গাড়ী ব্যবহারে তার ব্যক্তিগত চালক দিয়ে জেলার বাইরে বের হন।

তিনি এর আগে পাবনা জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মেহেরপুরে যোগদানকালে সরকারের পক্ষ থেকে তাকে সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য কালো রঙের উন্নতমানের একটি গাড়ি দেয়া হয়। নিয়ম রয়েছে সরকারি কাজ ছাড়া জেলার বাইরে গাড়ি নিয়ে যেতে হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও সংশ্লিষ্ট কারণ থাকতে হবে। অথচ উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের জেলা এমনকি তার বিভাগের বাইরে পাবনা জেলায় আসেন। মেহেরপুর জেলা থেকে পাবনার ঈশ্বরদী শহরের দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। সেখানে তার নিজ বাড়ি । আবার সেখান থেকে মৌবাড়ী তার শ্বশুরবাড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ান এই কর্মকর্তা।

সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুরের পর মেহেরপুর অফিস থেকে বের হয়ে আবার ফেরেন রোববার দুপুরে। এসব কারণে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করায় জ্বালানি তেল লাগছে বেশি। অন্যদিকে ব্যক্তিগত কাজে গাড়ি ব্যবহার করায় বদনাম ছড়াচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভাগের।

গাড়ির খণ্ডকালিন চালক মিলন বলেন, ‘স্যার আমাকে প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা বেতন দেন। আমি মেহেরপুরে বাস চালায়। আমি বৃহস্পতিবার স্যারকে নিয়ে ঈশ্বরদী আসি, আবার রবিবার মেহেরপুর ফিরতে হয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্যারকে প্রথমে তার বাসায় নামাই, পরে আবার তার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে হবে।

আপনার উপ-পরিচালক স্যার পাবনা শহরে গাড়ি নিয়ে কোথায় কোথায় যায় এমন প্রশ্ন করলে চালক মিলন আরো বলেন, স্যার তার নিজ ঈশ্বরদীর বটতলার বাসায় যান। এই এলাকা ও মৌবাড়ী স্যারের শ্বশুরবাড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতে হয় এছাড়াও যেখানে যেতে বলে আমি যাই।

তিনি স্বীকার করেন, শান্ত নামের একজন সরকারি গাড়ী চালক আছেন। যিনি দাপ্তরিক কাজে স্যারকে নিয়ে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায় যান। কিন্তু জেলার বাইরে হলে কেবল আমাকেই নিয়ে যান স্যার।

ঈশ্বরদী এলাকার স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিয়মিত বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার ও সরকারি ছুটির দিনেও এই অফিসারের বাসার সামনে একটি কালো রঙের সরকারি গাড়ী দেখা যায়।

নিজ বাড়ী থেকে অন্যান্য এলাকায়ও যেতে দেখি। তবে সরকারি গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলেও জানান তারা (এ সংক্রান্ত ভিডিও ফুটেজ মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে সংরক্ষিত রয়েছে)।

জানতে চাইলে মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুল কাদের কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদর উপজেলা কমিটি গঠন

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার চার বছর মেয়াটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি এ কমিটির অনুমোদন দেন।

সদর উপজেলার শালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যাললের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলামকে সভাপতি, ইছাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট চার বছর মেয়াদি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি শহীদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি শহীদুল আযম, মোঃ নজরুল ইসলাম, ফৌজিয়া আফরোজ তুলি, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোঃ মাসুদ আলম, যুগ্ম সম্পাদক হাসান খসরু, আতিয়া খন্দকার ইতি, সহ-সম্পাদক মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোছাঃ নাজমা পারভীন, মহিলা সম্পাদক মোছাঃ নুরুন নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আসাদুল হক, দপ্তর সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মহিদুল ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক মোঃ আক্তারুজ্জামান, সাহিত্য সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, সংস্কুতি ও বিনোদন সম্পাদক মোঃ শমসের আলী,

যোগাযোগ সম্পাদক মোঃ হাবিবুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জেসমিন আরা, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ সেলিম হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাহাবুব আরা, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ এহসানুল হক, সমবায় সম্পাদক মোঃ রাশিদুল হাসান, কাব স্কাউটিং সম্পাদক মোঃ সোহেল আহম্মেদ, কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শরিফুল ইসলাম, সদস্য- মোছাঃ মাজেদা খাতুন, মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, দিলারা পারভীন, শামীমা ইয়াসমিন, মোঃ মফিজুর রহমান, মোঃ ফেরদৌস আলম, লালন কুমার।

মেহেরপুরে থ্রি স্টার মিষ্টির দোকানে জরিমানা

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় থ্রি স্টার মিষ্টির দোকানের লাইসেন্স না থাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৫শত টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম এর নেতৃত্বে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন, মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় থ্রি স্টার মিষ্টির দোকানের লাইসেন্স না থাকায় দোকান মালিকের নিকট থেকে ৫শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। সাত দিনের মধ্যে দোকানের মালিক কে লাইসেন্স করতে বলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এককালীন “শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ অনুষ্ঠান” সোমবার ২ নভেম্বর বেলা ১১ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ সামছুল আবেদিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম।

কালীগঞ্জে খেজুর গাছ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত গাছিরা

চারিদিকে বইছে শীতের আমেজ, সকাল বেলাতে পড়ছে হালকা কুয়াশা। ঘাসের ডগায় জমছে শিশির কণা। এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সবাই যখন কাঁথার নিচে উষ্ণ বিছানায় ঘুমাচ্ছে, ঠিক সে সময় এক দল মানুষ বেরিয়ে পড়েছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ খেজুর রস আহরণের জন্য গাছ

প্রস্তুত করতে।

আহা খেজুরের রস, বিকাল বেলা গাছ কেটে তাতে পোড়ানো মাটির হাড়ি ঝুলিয়ে রাখা, সারারাত টপ টপ করে ফোটা ফোটা খেজুর রস জমা হয় হাড়িতে। ভোর হওয়ার সাথে সাথেই গাছিরা চলে যায় খেজুর গাছ থেকে খেজুর রস ভর্তি মাটির হাড়ি নামিয়ে রস সংগ্রহ করতে।

স্থানীয় ভাষায় ছিকে-বাঁকে করে রসের হাড়ি বাড়ি আনতে আনতে ভালো মতই দিনের আলো ফুটে যায়। কাচা রস খাওয়ার জন্য উৎসাহ ভরে বসে আছে বাড়ির বৃদ্ধ বনিতা, ছেলে মেয়ে সকলে। কাচা রস খাওয়ার পর অবশিষ্ট রস দিয়ে শুরু হয় এ অঞ্চলের নামকরা খেজুর রস প্রস্তুতির কাজ। রস বিশাল হাড়ি বা তবালে জ্বালিয়ে তৈরি হয় সুমিষ্ট খেজুর গুড়।

কথা গুলো হচ্ছিলো উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রাম নিবাসী মোস্তফা গাজীর সাথে, জানান ছোটোবেলা থেকেই তিনি খেজুর গাছ কাটেন, একসময় ছিলো শখ এখন নেশার সাথে হালকা উপার্জনের মাধ্যম। জানান কাচা রস ভর্তি মাটির ভাড় প্রতি ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেন, রস জ্বালিয়ে গুড় বা পাটালি করে কেজি প্রতি বিক্রি করেন ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। তবে এখন রস জ্বালিয়ে বিক্রি করে লাভের পরিমাণ খুব সামান্য হয়ে গেছে।

বাংলা কার্তিক মাসে শীতের আমেজ পড়লেই গাছ তোলা বা কাটার প্রস্তুতি শুরু করেন। অগ্রহায়ণ মাসের শুরু থেকে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন। একটি গাছ থেকে এ কয়েক মাসে ১০-১২ কেজি পর্যন্ত খেজুর গুড় তৈরি করা যায়। তৈরি গুড় বিক্রি করেন কালীগঞ্জের বৃহত্তম গুড়ের হাট বারোবাজারে, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকাররা এসে কিনে নেন এসব গুড়। অনেক সময় স্থানীয়দের মাঝেও বিক্রি করেন।

কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় বর্তমানে খেজুর গাছের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে, গাছিদের সংখ্যাও কমে আসছে দিন দিন, অনেক গাছি বলেন, সরকারি সামান্য সাহায্য সহযোগিতা পেলেও খেজুর গুড় তৈরিতে আগ্রহী হবেন অনেকে, দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি সম্ভব হবে বাইরের দেশেও।

আলমডাঙ্গার নারী উদ্যেক্তা দুইবোন দিলরুবা ও মিশকোর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প

হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ার পর পুরো সংসারের ভার মাথায় এসে পড়ে বড় দুই বোন দিলরুবা ও আজমেরী জাহান মিশকোর ওপর। ভাই দুইটা ছোট হওয়ায় তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ভেঙ্গে পড়ে পরিবার। এ সময় একটু সুবিধা হয় দিলরুবা রাশজাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স শেষ করেছে। মিশকো একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী।

দুই বোন শোককে শক্তিতে পরিনত করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। অথৈই সমূদ্রে তলিয়ে যেতে থাকা পরিবারকে টেনে তোলার আপ্রান চেষ্টা করতে থাকেন। করোনার বন্ধে মিশকো বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতেই গোড়ে তোলেন দুই বোনের পরিচালনায় ‘সিস্টারস কিচেন’।

প্রথমদিকে, মেসেঞ্জারের সহযোগীতায় বন্ধু-বান্ধবী ও প্রতিবেশীদের মাঝে খাবারের অর্ডার পেতে থাকে দুই বোন। ছোট দুইটা ভাই প্রাপকের বাড়িতে বিদ্যূৎ গতিতে ডেলিভারী দিয়ে আসে। পরবর্তীতে এর সীমানা বাড়তে থাকে। চাহিদা বাড়তে থাকায় খুলতে হয় সিস্টারসকিচেনবিডি.কম নামের অনলাইন পেইজ।

সিস্টারস কিচেনে তৈরী হচ্ছে নাস্তা। তৈরী হচ্ছে ভারী খাবারের আইটেমও। মজার মজার পারিবারিক এসব রান্না আপনি চাইলেই আপনার দরজায় গিয়ে দিয়ে আসছে সিস্টারস কিচেন।
নাস্তার আইটেম পাবেন- চিকেন ফ্রাই, চিকেন টিকিয়া, চিকেন বল, চিকেন কাটলেট, চিকেন নাগেট, চিকেন অনথন, চিকেন ললিপপ, চিকেন পপকর্ণ, চিকেন রোল, ভেজিটেবল রোল, এগ নুডুলস রোল, ডোনাট, ফুলপিঠা, পেস্টিকেক ও অসাধারণ পিজ্জা।

ভারী খাবারের আইটেমে পাবেন- চিকেন বিরিয়ানী, বিফ বিরিয়ানী, বিফ তেহারী, ফ্রাইড রাইচ, চিকেন ফ্রাই, ভেজিটেবল কম্বোপ্যাক।

আপনি অর্ডার দিলে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সময় নিয়ে চাহিদামত খাবারের প্যাক আপনার বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসবে সিস্টারস কিচেন।

সিস্টারস কিচেনের দুই বোন দিলরুবা ও মিশকো কঠোর পরিশ্রম করে ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ নিয়েছেন। তারা রীতিমত ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। পরিবারে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছেন। কোন ছন্দপতন ছাড়াই ছোট ভাই দুইটারও লেখাপড়ার অবারিত সুযোগ তেরী হয়েছে।

দিলরুবা বললেন, সিস্টারস কিচেন এখন আর ছোট নেই। এর পরিসর অনেক বেড়েছে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ রাস্তার কোন খাবার তাদের সন্তানদের খেতে দিতে চান না। তাই পারিবারিকভাবে তৈরী সিস্টারস কিচেনের সুস্বাদু খাবার মানুষ পছন্দ করছেন।

আমাদের আজকের নারী উদ্যেক্তা দুই বোন দিলরুবা ও আজমেরী জাহান মিশকো। থানাপাড়া, আলমডাঙ্গা। মোবাইল- ০১৭৩০-৩৭৬৮১১।

(আলমডাঙ্গায় আপনাদের আশপাশে কোন নারী উদ্যেক্তা থাকলে আমাদের ০১৭১১-২৭৩৬০৯ এই নাম্বারে জানান। ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ সেই নারী উদ্যেক্তার গল্প আপনাদের শোনাবে)

মেহেরপুরে নতুন করে সাত জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০◌ে৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৬৬৫ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ২৯ টি। এর মধ্যে ০৭ টি পজিটিভ (সদর- ৫, মুজিবনগর- ২)। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৪৫৭০ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৬৬৫ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২০ (সদর- ১০, গাংনী- ৫, মুজিবনগর- ৫) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৬ জন। । এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ৫৭৫ জন।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়: মেহেরপুর শহরের নিউ কেয়া

স্টোরের হাফিজুর রহমান (৫৫), সাহিদা রহমান (৫০), নাফিসা তাসনিম (১৭), সাবিহা সুলতানা (৪৩), সদর হসপিটালের স্মৃতি রাঙদি (৩৬) অপর দুইজন হলেন, মুজিবনগর বিশ্বনাথপুরের মর্জিনা খাতুন (৭০) ও নাজিরাকোনার আব্দুর রশীদ (২৫) ।

মেহেরপুরে রিয়েলমি মোবাইল ব্র্যান্ডশপ এর যাত্রা শুরু

মেহেরপুর শহরের কাশারী বাজারে পূবালী ব্যাংক এর পাশে রিয়েলমি মোবাইল ব্র্যান্ডশপ আফিয়া টেলিকম এর শো-রুম উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকাল দশটার সময় মোবাইল স্টেশন স্বত্বাধিকারী কার্জন আহম্মেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফিতা কাটার মধ্যদিয়ে উদ্বোধন করেন।

এসময় রিয়েলমি মোবাইল ব্র্যান্ডশপ এর প্রোপাইটার আবু হেনা মোস্তাফা কামাল বলেন, আমরা একটি নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছি, যেখানে আমাদের এখানে অফিসিয়াল মূল্যে অফিসিয়াল রিয়েলমি মোবাইল ফোন পাওয়া যাবে।

পরে সেখানে কেক কেটে ও দোয়া মাহফিলের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠান শেষ করে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক কুতু্ব উদ্দিন প্রমুখ।

২০২১ সালের সরকারি ছুটির তালিকা অনুমোদন পাচ্ছে আজ

২০২১ সালের ছুটির তালিকা চূড়ান্ত করেছে সরকার। এ ছুটি সকল সরকারি ও আধা সরকারি অফিস এবং সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা- স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কার্যকর হবে। আজ সোমবার(২ নভেম্ববর) এটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন হতে পারে। এর আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ ছুটির তালিকা চূড়ান্ত করেছে।

খসড়া তালিকা অনুযায়ী, ২০২১ সালে সাধারণ ছুটি ১৪ দিন ও নির্বাহী আদেশে ছুটি আট দিন। মোট ২২ দিন সাধারণ ও নির্বাহী আদেশের ছুটি হলেও এর মধ্যে শুক্র ও শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটি রয়েছে সাত দিন।

এ সংক্রান্ত খসড়া ক্যালেন্ডার মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এরপরই ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ক্যালেন্ডার ছাপানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে।

তালিকা অনুযায়ী, শবেবরাত ২৯ মার্চ সোমবার, শবেকদর ১০ মে সোমবার, ঈদুল ফিতর ১৩ মে বৃহস্পতিবার, ঈদুল আজহা ২০ জুলাই মঙ্গলবার, আশুরা ১৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৯ অক্টোবর মঙ্গলবার। তবে চাঁদ দেখাসাপেক্ষে এগুলো এক দিন এদিক-ওদিক হয়ে থাকে, যা ক্যালেন্ডারে উল্লেখ করা থাকে। ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের তিন দিনের ঐচ্ছিক ছুটি ভোগের সুযোগ রয়েছে।

একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ও এর বাইরে কর্মরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের প্রধান সামাজিক উৎসব বৈসাবি বা অনুরূপ সামাজিক উৎসব উপলক্ষে দুই দিনের ঐচ্ছিক ছুটির বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিবসের ছুটি সাধারণ ছুটির অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে সাপ্তাহিক ছুটি চারটি শুক্রবার ও দুটি শনিবার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলা নববর্ষ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে আট দিন নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি থাকবে। নির্বাহী আদেশে ছুটির মধ্যে এক দিন সাপ্তাহিক ছুটি (শনিবার) রয়েছে। সাধারণ ছুটি ও নির্বাহী আদেশের ছুটি ২২ দিন

হলেও সাপ্তাহিক ছুটি শুক্র ও শনিবারের কারণে এই ছুটি কার্যত ১৫ দিন।